কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়

Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

Psychological Origin and Development of Religion: ধর্মদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম-চেতনার মানসিক ভিত্তি, উপাদান ও স্তরবিন্যাসের একটি বিশদ তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

প্রস্তুতকারক: বিবেকানন্দ হোড় (Vivekananda Hore)

বিভাগ: দর্শন বিভাগ (Department of Philosophy)

প্রতিষ্ঠান: কালীপদ ঘোষ তরাই Mahavidyalaya

পাঠ্যবিষয়: ধর্মদর্শন (Philosophy of Religion)

শিক্ষাবর্ষ: স্নাতক সম্মান পাঠ্যক্রম (B.A. Philosophy Honours)

সূচীপত্র (Table of Contents)

১. ভূমিকা: ধর্মের স্বরূপ ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সার্থকতা

২. ধর্মের মানসিক উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রাথমিক মতবাদসমূহের বিচারমূলক পর্যালোচনা
  ২.১ ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি মতবাদ (Religious Instinct Theory) ও তার খণ্ডন
  ২.২ ধর্মীয় বৃত্তি বা শক্তি মতবাদ (Religious Faculty Theory) ও তার দুর্বলতা
  ২.৩ ভয় ও নেতিবাচক আবেগ মতবাদ (Theory of Fear) এবং সম্ভ্রমবোধ (Awe)

৩. ধর্মের উদ্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যা এবং 'জীবন-প্রয়াস' (Teleological Explanation and Will-to-Live)
  ৩.১ উদ্দেশ্য ও উপায় (Ends and Means)
  ৩.২ জীবন-প্রয়াস ও আত্মসংরক্ষণ থেকে আত্মবিকাশ
  ৩.৩ সত্য, শিব ও সুন্দরের পরমাদর্শ (Summum Bonum)
  ৩.৪ অধ্যাপক লিউবা (J. H. Leuba)-র মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব

৪. ধর্ম-চেতনার মূল মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ (Psychical Factors of Religious Consciousness)
  ৪.১ অনুভূতিমূলক উপাদান (Feeling / Affective Aspect)
  ৪.২ ইচ্ছামূলক ও ক্রিয়ামূলক উপাদান (Will / Conative Aspect)
  ৪.৩ জ্ঞানমূলক ও বিচারবুদ্ধিগত উপাদান (Thought / Cognitive Aspect)

৫. ইন্দ্রজাল (Magic) ও ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক প্রভেদ

৬. ধর্মের ঐতিহাসিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের রূপরেখা (Stages of Development)
  ৬.১ আদিম গোষ্ঠীধর্ম (Tribal Religion)
  ৬.২ জাতীয় ধর্ম (National Religion)
  ৬.৩ বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal Religion)

৭. তুলনামূলক বিশ্লেষণ সারণী

৮. সাধারণ মূল্যায়ন ও তাত্ত্বিক উপসংহার

৯. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Select Bibliography)

ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১. ভূমিকা: ধর্মের স্বরূপ ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সার্থকতা

মানব সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে ধর্ম এক সর্বাধিক শক্তিশালী, গভীর এবং সর্বজনীন প্রপঞ্চ (Universal Phenomenon) হিসেবে বিরাজমান। প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যচারী আদিম সমাজ থেকে শুরু করে আজকের অত্যাধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানবসমাজ পর্যন্ত এমন কোনো মানবগোষ্ঠীর সন্ধান মেলে না, যেখানে ধর্মীয় ভাবনার কোনো না কোনো রূপ উপস্থিত ছিল না। অক্সফোর্ড অভিধানে ধর্মের যে প্রামাণ্য সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে: "ধর্ম হ'ল মানুষের পক্ষে এমন কোনো উচ্চতর অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া, যে শক্তি মানুষের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা মানুষের আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও পূজা পাবার অধিকারী।" এই সংজ্ঞার আলোকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ধর্ম কোনো বাহ্যিক যান্ত্রিক আচারমাত্র নয়, বরং তা মানুষের অভ্যন্তরীণ চেতনার সঙ্গে এক নিগূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত।

ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যার জন্য মূলত দুটি পথ অনুসৃত হয়: একটি ঐতিহাসিক বা নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Anthropological/Historical Approach) এবং অপরটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি (Psychological Approach)। নৃতত্ত্ববিদ প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, লৌকিক আচার, টোটেম-টাবু বা প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক রূপ বিশ্লেষণ করে দেখতে চান কালের ধারায় ধর্ম কোথায় প্রথম রূপ নিয়েছিল। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদের এই অনুসন্ধান অনেকাংশেই অনুমানের ওপর নির্ভরশীল; কারণ মানুষের সচেতন মানসিকতার কোনো প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম হয় না। বহির্জগতের বিভিন্ন পরিবর্তন মানুষের মনে কী ধরনের অভ্যন্তরীণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা নৃতত্ত্ব নিছক বাহ্যিক তথ্য দিয়ে নির্ণয় করতে পারে না। সেখানেই ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার অপরিহার্য প্রবেশ ঘটে।

দার্শনিক জর্জ গ্যালোয়ে (George Galloway) যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, ধর্মের বাহ্যিক অভিব্যক্তিগুলির তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে হলে চেতনার গভীর স্তরে প্রবেশ করা আবশ্যক। ধর্মচেতনার মধ্যে এক চমৎকার ঐক্য ও ধারাবাহিকতা (Unity and Continuity) বিদ্যমান। আদিম মানুষের যে ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়বোধ ছিল, আজকের উন্নত আধ্যাত্মিক সাধকের পরমাত্মার প্রতি আত্মসমর্পণে তারই এক পরিমার্জিত রূপ দেখা যায়। উপাদানগত দিক থেকে মানুষের মন সর্বকালেই অভিন্ন মৌলিক বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। তাই বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠনের ভেতরেই ধর্মের প্রকৃত উৎস এবং এর ক্রমবিকাশের চালিকাশক্তি অনুসন্ধান করা ধর্মদর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ।

২. ধর্মের মানসিক উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রাথমিক মতবাদসমূহের বিচারমূলক পর্যালোচনা

ধর্মের মানসিক উৎপত্তির ব্যাখ্যায় অতীতে বহু দার্শনিক ও চিন্তাবিদ অতি-সরল বা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের মানদণ্ডে সেই প্রাথমিক ব্যাখ্যাগুলি ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হলেও তাদের তাত্ত্বিক অনুধাবন ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। নিম্নে প্রধান তিনটি মতবাদ ও তাদের সীমাবদ্ধতা আলোচিত হ'ল:

২.১ ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি মতবাদ (Religious Instinct Theory)

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ শ্লায়ারমেকার (Schleiermacher)-এর চিন্তার প্রভাবে অনেকে দাবি করেন যে, মানুষের মধ্যে যেমন আত্মরক্ষণ প্রবৃত্তি (Self-preservation) বা সন্তানপালন প্রবৃত্তি থাকে, ঠিক তেমনই একটি জন্মগত 'ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি' (Religious Instinct) বিদ্যমান। মানুষ সহজাতভাবেই ধর্মপ্রবণ; তাই সে সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের সন্ধান করে।

> **মতবাদের খণ্ডন ও সমালোচনা:**
>
> মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় 'সহজ-প্রবৃত্তি' (Instinct) বলতে বোঝায় পূর্ব-অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা ব্যতিরেকে কোনো বিশেষ উত্তেজনার মুখে জীবদেহের স্বয়ংক্রিয়, সরল ও প্রায় অপরিবর্তনীয় প্রতিক্রিয়া (Unlearned, stereotypical reaction)। কিন্তু ধর্ম কোনো সরল বা অপরিবর্তনীয় প্রতিক্রিয়া নয়। বিশিষ্ট মনোবিদ উইলিয়াম ম্যাকডুগাল (William McDougall) দেখিয়েছেন যে, ধর্ম কোনো একক সহজ-প্রবৃত্তি নয়; বরং তা একাধিক মৌলিক প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের (Emotions) অত্যন্ত জটিল ও সংহত বিন্যাস। এছাড়া, কোনো ব্যবহারের কারণ হিসেবে সেই ব্যবহারেরই এক কাল্পনিক প্রবৃত্তিকে দাঁড় করানো যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'পুনরুক্তি দোষ' (Fallacy of Petito Principii বা Tautology)-এ দুষ্ট। "মানুষ কেন ধর্মীয় আচরণ করে? কারণ তার ধর্মীয় প্রবৃত্তি আছে"—এরূপ ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে কোনো বাস্তব ব্যাখ্যাই নয়।

২.২ ধর্মীয় বৃত্তি বা শক্তি মতবাদ (Religious Faculty Theory)

প্রাচীন বৃত্তিমূলক মনোবিজ্ঞানের (Faculty Psychology) অনুসারীরা মনে করতেন, মানব মন স্মৃতি, কল্পনা, বুদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন স্বতন্ত্র খোপে বা বৃত্তিতে বিভক্ত। অনুরূপভাবে ধর্মের জন্য মানুষের মনে নাকি একটি বিশেষ 'ধর্মীয় বৃত্তি' (Religious Faculty) ক্রিয়াশীল থাকে।

সমালোচনা: আধুনিক মনোবিদ্যায় বৃত্তিবাদ সম্পূর্ণরূপে বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মন কোনো বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠের সমষ্টি নয়; মন একটি অবিভাজ্য ও অখণ্ড ক্রিয়াশীল সমগ্র (Integrated Whole)। সাধারণ অভিজ্ঞতায় যে বুদ্ধি, সংবেদন, আবেগ ও ইচ্ছা কাজ করে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই বৃত্তিগুলিই সক্রিয় থাকে। ধর্মীয় চেতনার উপাদান ও সাধারণ সচেতন জীবনের উপাদান পৃথক নয়; পার্থক্য কেবল তাদের বিন্যাসে ও পরমাদর্শের অভিমুখে তাদের সংগঠনের মধ্যে।

২.৩ ভয় ও নেতিবাচক আবেগ মতবাদ (Theory of Fear) এবং সম্ভ্রমবোধ (Awe)

প্রাচীন গ্রীসের এপিকিউরিয়ান দার্শনিকগণ, রোমান কবি লুক্রেশিয়াস (Lucretius), ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী ডেভিড হিউম (David Hume) এবং সমসাময়িক যুগের থিওডুল রিবো (Théodule Ribot) মনে করেন, প্রকৃতির প্রচণ্ডতা ও অজ্ঞেয় রহস্যের মুখে মানুষের মনে যে আদিম 'ভীতি' (Fear) জাগ্রত হয়, তা-ই ধর্মের জনক। লুক্রেশিয়াস তাঁর সুবিখ্যাত উক্তিতে বলেছিলেন: "*Primus in orbe deos fecit timor*" (জগতে ভয়ই প্রথম দেবতাদের সৃষ্টি করেছে)। বজ্রপাত, মহামারী, বন্যা ও ভূকম্পনের আকস্মিকতায় ভীত-সন্ত্রস্ত আদিম মানুষ অপদেবতা বা হিংস্র নৈসর্গিক শক্তিকে শান্ত করতে উপহার ও বলিদান শুরু করে, যা পরবর্তীকালে ধর্মে রূপায়িত হয়।

সমালোচনা: যদিও আদিম ধর্মীয় আবেগে ভয়ের স্পষ্ট উপস্থিতি ছিল, তবুও ভয়কে ধর্মের একমাত্র বা প্রধান ভিত্তি বলা যায় না। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ:

- **ভয় ও সম্ভ্রমের পার্থক্য:** বিশুদ্ধ ভয় (Fear) মানুষকে ভয়ের বস্তু থেকে দূরে বা পলায়ন করতে বাধ্য করে (Flight reaction)। কিন্তু ধর্মের প্রতি মানুষের মনোভাব কখনোই নিছক পলায়নপর নয়; মানুষ দেবতার নৈকট্য কামনা করে। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে ধর্মীয় আদি আবেগটি হ'ল 'ভক্তিমিশ্রিত ভয়' বা 'সম্ভ্রমবোধ' (Awe)। এই সম্ভ্রমবোধের মধ্যে ভয়ের উপাদানের সঙ্গে মিশে থাকে গভীর বিস্ময় (Wonder), মোহিনী আকর্ষণ (Fascination), কৃতজ্ঞতা ও অপ্রতিরোধ্য শ্রদ্ধা।
- **ইতিবাচক অনুভূতির উপস্থিতি:** বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ ডব্লিউ. রবার্টসন স্মিথ (W. Robertson Smith) তাঁর *Religion of the Semites* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ধর্মের সূচনা দেবতাদের শত্রু মনে করে নিছক আতঙ্কের মধ্যে হয়নি; বরং দেবতার সঙ্গে পূজকের আত্মীয়তার গভীর চেতনা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। উচ্চতর ধর্মে ভয় রূপান্তরিত ও শোধিত হয়ে নিষ্কাম ভক্তি ও প্রেমে পরিণত হয়। যেমন এ. এস. ওয়াটারহাউস (E. S. Waterhouse) বলেছেন, ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপকে কোনোভাবেই একমাত্র ভয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না।

৩. ধর্মের উদ্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যা এবং 'জীবন-প্রয়াস' (Teleological Explanation and Will-to-Live)

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যখন দেখা গেল যে কোনো একক প্রবৃত্তি বা আবেগ দিয়ে ধর্মের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, তখন ধর্মদার্শনিকগণ উদ্দেশ্যবাদী দৃষ্টিকোণ (Teleological Point of View) গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হ'ল: মনকে স্থির বা যান্ত্রিকভাবে বিচার না করে তার লক্ষ্য ও মূল্যের সাপেক্ষে বিচার করতে হবে। ধর্মচেতনার গভীরে মানুষের কোন্ মৌলিক অভিপ্রায় ও পরমার্থবোধ কাজ করছে, তা উদঘাটন করাই ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার কেন্দ্রবিন্দু।

৩.১ উদ্দেশ্য ও উপায় (Ends and Means)

মানব সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় প্রায়শই দেখা যায় যা এক যুগে কোনো বিশেষ ব্যবহারিক লক্ষ্য পূরণের উপায় (Means) হিসেবে উদ্ভাবিত হয়েছিল, মানসিক পরিপক্বতার স্তর পেরিয়ে তা-ই মানুষের কাছে এক চরম স্বতঃমূল্যবান আদর্শ বা উদ্দেশ্যে (End) পরিণত হয়। আদিম মানুষ যে উদ্দেশ্য নিয়ে অতিলৌকিক শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিল, ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি লাভ করে আধ্যাত্মিক পরমমূল্যের রূপ নিয়েছে।

৩.২ জীবন-প্রয়াস (Will-to-Live) ও আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা

জীবজগতের সর্বাপেক্ষা মৌলিক জৈবিক প্রেরণা হ'ল 'জীবন-প্রয়াস' (Will-to-Live)। প্রতিকূল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হিংস্র বন্যপ্রাণীর আক্রমণ এবং আহারের অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার এই মৌলিক জৈবিক ক্ষুধা মানুষকে অতিমানবিক শক্তির আশ্রয় খুঁজতে প্রণোদিত করেছিল। কিন্তু মানুষের জীবন-প্রয়াস অন্যান্য ইতর প্রাণীর ন্যায় কেবল শারীরিক টিকে থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ড্যানিয়েল মায়েল এডওয়ার্ডস (D. Miall Edwards) অত্যন্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে নির্দেশ করেছেন যে, মানুষের জীবন-প্রয়াস একাধারে আত্মসংরক্ষণ (Self-preservation), আত্মপ্রসার (Self-expansion) এবং আত্মোপলব্ধি (Self-realization)-র সম্মিলিত রূপ। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর মানুষ এক গভীরতর পূর্ণতার আস্বাদ পেতে চায়, যা কেবল জাগতিক ভোগে মেটে না।

৩.৩ সত্য, শিব ও সুন্দরের পরমাদর্শ (Summum Bonum)

ধর্মীয় চেতনার উদ্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যায় দেখা যায়, মানুষ পরম কল্যাণ বা নিঃশ্রেয়স (Summum Bonum) অর্জনের জন্য নিরন্তর সচেষ্ট। ধর্মীয় চেতনায় মানুষের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা পরম পরিপূর্ণতার সন্ধান পায়। দার্শনিক বিচারে এই পরমাদর্শ তিনটি চিরায়ত আধ্যাত্মিক মূল্যের সংহতি:

1. **সত্য (Truth):** বুদ্ধির অনুসন্ধিৎসা ও সমগ্র অস্তিত্বের চরম তত্ত্বকে জানার পিপাসা।
2. **শিব (Goodness):** নৈতিক পবিত্রতা, সাধুতা, নিঃস্বার্থ সেবা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।
3. **সুন্দর (Beauty):** অনন্তের সুষমা ও রসানুভূতিকে আত্মস্থ করার আনন্দ।

জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা সত্যের সন্ধান করেন, নীতিবান পুরুষ কর্মের দ্বারা শিবকে মূর্ত করেন, শিল্পী রসচেতনায় সুন্দরকে প্রকাশ করেন; কিন্তু ধর্মের মধ্যে এই সত্য, শিব ও সুন্দর বিচ্ছিন্ন না থেকে এক অখণ্ড জীবন্ত সত্তায়—ঈশ্বরের পরম ব্যক্তিত্বে সমন্বিত হয়। ধর্ম মানুষকে ক্ষুদ্র অহং ও স্থূল স্বার্থপরতার বৃত্ত থেকে মুক্ত করে এই পরমমূল্যের রাজ্যে উত্তরণ ঘটায়।

৩.৪ অধ্যাপক লিউবা (J. H. Leuba)-র মনস্তাত্ত্বিক অভিমত

আমেরিকান ধর্মমনোবিজ্ঞানী জেমস এইচ. লিউবা (J. H. Leuba) তাঁর সুবিখ্যাত *A Psychological Study of Religion* গ্রন্থে ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য নিরূপণ করতে গিয়ে একটি ঐতিহাসিক সূত্র প্রদান করেন। তিনি বলেন:

> "*The will-to-live comes to expression as religion when an appeal is made to a class of powers which may be roughly characterised as psychic, superhuman, and usually, but not necessarily, personal.*"
> (জীবন-প্রয়াস তখনই ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে, যখন এমন এক শ্রেণীর শক্তির কাছে শরণাপন্ন হওয়া যায় যাকে মোটামুটিভাবে মানসিক, অতিমানবীয় এবং সাধারণত, যদিও অপরিহার্যভাবে নয়, ব্যক্তিগত শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।)

লিউবা আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে যোগ করেন যে, ধর্মের বিশিষ্টতা তার চাহিদার পার্থক্যে নয়, বরং যে পদ্ধতিতে চাহিদাগুলি মেটানো হয় তার মধ্যে নিহিত। আদিম মানুষ যেখানে ইন্দ্রজালের মাধ্যমে শক্তিকে অন্ধভাবে বশ করতে চেয়েছে, ধর্ম সেখানে নিজেকে উচ্চতর আত্মিক শক্তির কাছে সমর্পণ করে প্রার্থনার পথ বেছে নিয়েছে।

৪. ধর্ম-চেতনার মূল মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ (Psychical Factors of Religious Consciousness)

প্লেটোর সময় থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানব মনের ক্রিয়াকলাপকে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: অনুভূতি (Feeling / Affective aspect), ইচ্ছা ও ক্রিয়াশীলতা (Will / Conative aspect) এবং চিন্তন বা বুদ্ধি (Thought / Cognitive aspect)। ধর্মের গভীরতম স্বরূপ বুঝতে গেলে এই তিনটি মানসিক উপাদানের ভূমিকা ও পারস্পরিক সমন্বয় উপলব্ধি করা অপরিহার্য:

৪.১ অনুভূতিমূলক উপাদান (The Affective Factor)

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অন্তঃকেন্দ্রে অনুভূতির স্থান সর্বজনস্বীকৃত। জার্মান দার্শনিক শ্লায়ারমেকার ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছিলেন: "ধর্ম হ'ল ঈশ্বরের ওপর একান্ত নির্ভরশীলতার অনুভূতি" (Feeling of absolute dependence)। আমেরিকান চিন্তাবিদ উইলিয়াম জেমস (William James) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Varieties of Religious Experience*-এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অনুভূতিই ধর্মের গভীরতম প্রস্রবণ; দার্শনিক বা ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিগুলি সেই অনুভূতির ওপর পরবর্তীকালে নির্মিত সৌধমাত্র। ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যে যেমন রয়েছে দৈব প্রশান্তি, আনন্দ ও উল্লাস, তেমনই রয়েছে পাপের অনুশোচনা ও অনন্তের সান্নিধ্যলাভের তীব্র ব্যাকুলতা।

৪.২ ইচ্ছামূলক ও ক্রিয়ামূলক উপাদান (The Conative Factor)

অনুভূতি কখনো অন্তরে নিষ্ক্রিয় বা রুদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। উইলিয়াম জেমস যথার্থই বলেছেন, অনুভূতি এক অর্থে অন্ধ ও মূক; তা কর্ম ও ইচ্ছার মধ্য দিয়েই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। ধর্মীয় অনুভূতি স্বাভাবিক নিয়মেই নিজেকে বাহ্যিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে। এই ইচ্ছা ও ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে দ্বিবিধ ধারায়:

- **আনুষ্ঠানিক ধারা:** পূজা, উপাসনা, স্তোত্রগান, বলিদান ও তীর্থযাত্রা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভক্তির প্রকাশ।
- **নৈতিক ধারা:** ধর্মের সর্বোচ্চ স্তরে বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের চেয়ে চারিত্রিক শুচিতা, ইন্দ্রিয়দমন, পরোপকার ও অহিংসাকে ঈশ্বর সেবার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ধর্ম এখানে নিছক বিধিমতে আবদ্ধ না থেকে এক মহীয়সী জীবনযাত্রায় পরিণত হয়।

৪.৩ জ্ঞানমূলক ও বিচারবুদ্ধিগত উপাদান (The Cognitive Factor)

ধর্মের প্রাথমিক পর্বে আবেগ ও কর্মের প্রাধান্য থাকলেও জ্ঞানের উপাদান কখনোই অনুপস্থিত ছিল না। ভক্ত যাঁর শরণাপন্ন হন, তাঁর সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট বিশ্বাস বা ধারণা তার মনে সক্রিয় থাকে। এই বিশ্বাস কালক্রমে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও যৌক্তিক রূপ গ্রহণ করে, তখন তা জন্ম দেয় ধর্মতত্ত্বের (Theology)। আর যখন মানববুদ্ধি ধর্মীয় সত্যগুলির সামগ্রিক যৌক্তিকতা ও পরমার্থিক ভিত্তি বিচার করতে শুরু করে, তখন জন্ম হয় ধর্মদর্শনের (Philosophy of Religion)। চিন্তন ধর্মকে অন্ধ সংস্কার, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্ত করে সত্যের মুক্ত আলোয় প্রতিষ্ঠিত করে।

৫. ইন্দ্রজাল (Magic) ও ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক প্রভেদ

প্রাক্-প্রাণবাদীয় যুগে যখন অতিলৌকিক শক্তির চেতনা 'মানা' (Mana) নামক এক অনির্বচনীয় শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছিল, তখন ইন্দ্রজাল ও ধর্ম পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু চেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মনস্তাত্ত্বিক মেরুকরণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে:

তুলনার মানদণ্ড	ইন্দ্রজাল (Magic)	ধর্ম (Religion)
মানসিক মনোভাব	অহংকার, কর্তৃত্ববোধ ও জবরদস্তিমূলক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।	বিনম্রতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মনোভাব।
শক্তির প্রকৃতি	নৈর্ব্যক্তিক, অন্ধ, যান্ত্রিক ও অনৈতিক শক্তি বলে মনে করা হয়।	সচেতন, ব্যক্তিত্বময়, অতিমানবীয় ও নীতিপরায়ণ সত্তা।
পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া	যান্ত্রিক ক্রিয়া, মন্ত্রতন্ত্র ও বাধ্যবাধকতামূলক প্রয়োগ (Coercion)।	আন্তরিক প্রার্থনা, স্তব, উপহার উৎসর্গ ও কৃপাভিক্ষা (Supplication)।
সামাজিক চরিত্র	ব্যক্তিগত, প্রায়শই গোপনীয়, গুপ্তবিদ্যা ও ক্ষেত্রবিশেষে সমাজবিরোধী।	সামাজিক, যৌথ উপাসনাধর্মী, ভ্রাতৃত্ববোধের জনক ও চার্চ বা সঙ্ঘভিত্তিক।

স্যার জেমস ফ্রেজার (James Frazer) মনে করতেন যে, জাদু ব্যর্থ হওয়ার হতাশা থেকেই ধর্মের জন্ম। কিন্তু ম্যারেট (R. R. Marett) ও হার্টল্যান্ডের গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, উভয়ের মানসিক উৎস এক হলেও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এরা সম্পূর্ণ পৃথক। জাদু যেখানে অন্ধ যন্ত্রের মত শক্তিকে ব্যবহার করতে চায়, ধর্ম সেখানে উচ্চতর শক্তির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

৬. ধর্মের ঐতিহাসিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের রূপরেখা

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ধর্মচেতনার ক্রমোন্নতি সমাজ-কাঠামোর বিবর্তনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ডক্টর গ্যালোয়ের ঐতিহাসিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরকে তিনটি প্রধান স্তরে বিন্যস্ত করা যায়:

৬.১ আদিম গোষ্ঠীধর্মের মানসিকতা (Tribal Religion)

আদিম গোষ্ঠীজীবনের মূল ভিত্তি ছিল রক্তের সম্পর্ক ও আত্মরক্ষার তীব্র তাগিদ। এই স্তরে মানুষের ধর্মভাবনা ছিল অত্যন্ত স্থূল ও জড়াত্মক:

- **সর্বপ্রাণবাদ (Animism) ও প্রেতপূজা:** মানুষ গাছপালা, পাহাড়, নদী এবং মৃত পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মার মধ্যে সজীব আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করত। জড় ও চেতনের ভেদ তখনও মানুষের চেতনায় অস্পষ্ট ছিল।
- **ভয়ের প্রাধান্য ও স্বার্থপর বাসনা:** খাদ্যপ্রাপ্তি, রোগমুক্তি ও শত্রুবিনাশের মতো নিতান্ত তাৎক্ষণিক দৈহিক প্রয়োজনে দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করা হ'ত। দেবতা ছিলেন সম্পূর্ণ স্থানীয় (Local) এবং এক গোষ্ঠীর দেবতা অপর গোষ্ঠীর শত্রু বলে গণ্য হ'ত।

৬.২ জাতীয় ধর্মের মানসিকতা (National Religion)

কৃষিকার্যের প্রবর্তন ও নগরসভ্যতার পত্তনের ফলে একাধিক গোষ্ঠী মিলিত হয়ে যখন বৃহত্তর 'জাতি' (Nation)-র সৃষ্টি করল, তখন ধর্মচেতনায় দুটি বৈপ্লবিক মানসিক রূপান্তর ঘটল:

- **দেবতাদের নরত্বারোপ ও নৈতিকীকরণ (Moralization of Gods):** অনির্দিষ্ট আত্মারা এবার সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেবদেবী (যেমন বৈদিক ইন্দ্র, বরুণ; গ্রীক জিউস, অ্যাপোলো) রূপে কল্পিত হলেন। দেবতারা কেবল শক্তিশালী নন, তাঁরা ন্যায়, সত্য ও সামাজিক শৃঙ্খলার (ঋত বা ধর্ম) রক্ষক বলে পূজিত হলেন।
- **বহুদেববাদ থেকে একেশ্বরবাদের অভিমুখে যাত্রা:** সমাজ-শাসনের অনুকরণে স্বর্গেও এক সর্বপ্রধান দেবতার কল্পনা (রাজতন্ত্রবাদ / Monarchianism) অথবা ভক্তির আতিশয্যে সমসাময়িক কোনো একটি দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান (একদেবপ্রধান্যবাদ / Henotheism - ম্যাক্সমুলার) দেখা দিল। ক্রমশ পরম দ্রব্য বা একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার দিকে চিন্তার উত্তরণ ঘটল।

৬.৩ বিশ্বজনীন ধর্মের মানসিকতা (Universal Religion)

জাতীয় ধর্মের ভৌগোলিক ও জাতিগত সীমা অতিক্রম করে যখন মানবতাবোধ ও আত্মিক মুক্তির সার্বজনীন বাণী উদ্ভাসিত হ'ল, তখন জন্ম নিল বিশ্বজনীন ধর্ম। বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম এর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন:

- **সার্বজনীন মানবপ্রেম ও সাম্য:** কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্র বা গোত্রের বন্ধন অস্বীকার করে ঘোষণা করা হ'ল যে সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের সন্তান বা ধর্মের রাজ্যে সমানাধিকারী। জাতপাত ও কৃত্রিম বিভেদ চূর্ণ করা হ'ল।
- **বিশুদ্ধ নৈতিক একেশ্বরবাদ:** বাহ্যিক যাগযজ্ঞ ও পশুবলির অনুষ্ঠানসর্বস্বতা বর্জন করে অন্তরের পবিত্রতা, করুণা, ক্ষমা ও ভালোবাসাকে ধর্মজীবনের চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হ'ল। মানুষের সসীম আত্মা অনন্ত পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে পরমার্থিক মুক্তি লাভ করে।

৭. তুলনামূলক বিশ্লেষণ সারণী

স্তরের নাম	কেন্দ্রীয় মানসিক প্রেরণা	উপাস্যের প্রকৃতি	মূল আচার ও পদ্ধতি	নৈতিকতার মান
গোষ্ঠীধর্ম (Tribal)	জৈবিক আত্মরক্ষণ, ভয় ও ক্ষুধা নিবৃত্তি।	স্থানীয় নৈসর্গিক আত্মা, টোটেম প্রাণী ও প্রেতাত্মা।	ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ, রক্তবলি ও কঠোর সামাজিক টাবু।	আমুল অনৈতিক বা কেবল গোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য।
জাতীয় ধর্ম (National)	রাষ্ট্রীয় সংহতি, নাগরিক দায়িত্ব ও সমৃদ্ধি।	নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বময় ও পরাক্রমশালী দেবমণ্ডলী (Polytheism)।	মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুরোহিত-নিয়ন্ত্রিত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ ও প্রার্থনা।	সামাজিক ন্যায়বোধ, আইন ও পাপ-পুণ্যের প্রাথমিক ধারণা।
বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal)	আত্মোপলব্ধি, মানবপ্রেম ও অনন্তের সঙ্গে মিলন।	এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মা / পরম করুণাময় পরমেশ্বর (Monotheism)।	অন্তরের ভক্তি, ধ্যান, নিষ্কাম মানবসেবা ও নৈতিক সাধনা।	সর্বজনীন প্রেম, অহিংসা, নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

৮. সাধারণ মূল্যায়ন ও তাত্ত্বিক উপসংহার

ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সামগ্রিক পর্যালোচনা থেকে এই দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ধর্ম কোনো দৈবাৎ গজিয়ে ওঠা সংস্কার বা আরোপিত প্রতারণামূলক বিশ্বাস নয়। ধর্ম মানুষের আত্মসচেতন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সত্তার এক অনিবার্য ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। বিশিষ্ট হেগেলীয় ধর্মদার্শনিক জন কেয়ার্ড (John Caird) যথার্থই নির্দেশ করেছেন যে, মানুষের সসীমতার সচেতনতার মধ্যেই অসীমের বীজ নিহিত থাকে। মানুষ যখনই বুঝতে পারে যে সে অপূর্ণ ও মরণশীল, তখনই সে এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক চিরন্তন, অসীম ও মঙ্গলময় পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার তাগিদ অনুভব করে।

আদিম মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি ও আত্মরক্ষার অস্ফুট বাসনা যুগ-যুগান্তরের মানসিক পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে উন্নত ধর্মে সত্য, শিব ও সুন্দরের অনন্ত আস্বাদনে রূপান্তরিত হয়েছে। স্থূল জৈব 'জীবন-প্রয়াস' পরিণত হয়েছে 'আধ্যাত্মিক আত্মোপলব্ধি'র অমর সাধনায়। ধর্ম তাই মানুষের আত্মিক সত্তার সেই পরম রাজপথ, যার মধ্য দিয়ে মানবচেতনা অন্ধকারের বন্ধন ছিন্ন করে সত্য ও পরম মঙ্গলের শাশ্বত আলোকবর্তিকার সন্ধান লাভ করে।

---

৯. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Select Bibliography)

১. সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রমোদবন্ধু: ধর্মদর্শন (*Philosophy of Religion*), ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা।

২. গুপ্ত, কল্যাণচন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ: ধর্ম-দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

৩. Edwards, D. Miall: *The Philosophy of Religion*, Hodder and Stoughton, London.

৪. Galloway, George: *The Philosophy of Religion*, T. & T. Clark, Edinburgh.

৫. Hick, John H.: *Philosophy of Religion*, Prentice-Hall, New Jersey.

৬. James, William: *The Varieties of Religious Experience*, Longmans, Green & Co., New York.

৭. Leuba, James H.: *A Psychological Study of Religion*: *Its Origin*, *Function*, *and Future*, Macmillan, New York.

৮. Caird, John: *An Introduction to the Philosophy of Religion*, James MacLehose and Sons, Glasgow.

৯. Wright, W. K.: *A Student's Philosophy of Religion*, Macmillan, New York.